শিক্ষা নিয়ে গড়বদেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
www.tmed.gov.bd

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৫১.০৪.০০৮.২০২০-৭৩

তারিখঃ ১১ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৪ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (বর্তমানে অধ্যক্ষ, মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট) ড. সুশীল কুমার পাল এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার অনিয়মের বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) জনাব মো: বিল্লাল হোসেন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনের মতামত (ঘ) অনুযায়ী ব্যাপকসংখ্যক পরীক্ষার খাতা হারানোর ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এবং বাকাশিবো কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ না করে হারানো (Missing) উত্তরপত্রের বিপরীতে নম্বর প্রদানের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত করে তার বরাবর প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ড. সুশীল কুমার পাল এর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং জবাবে ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করায় গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

০২। ড. সুশীল কুমার পাল এর বক্তব্যসহ সরকার পক্ষের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় ব্যাপকভাবে পরীক্ষার উত্তরপত্র হারানো এবং এটির রোধকল্পে দৃশ্যমান কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এবং হারানো (Missing) উত্তরপত্র মূল্যায়নের নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিত নম্বর প্রদান এর অভিযোগ সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়- যা চরমভাবে কর্তব্যে অবহেলা তথা 'অসদাচরণ' এর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। তবে হারানো (Missing) উত্তরপত্র মূল্যায়নের নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিত বিধি বহির্ভূতভাবে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে অবৈধ আর্থিক লেন-দেনের সাথে তার জড়িত থাকার অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হয়নি।

০৩। অতএব, সার্বিক বিবেচনায় ড. সুশীল কুমার পাল এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণের' বিষয়টি সাক্ষ্য-প্রমাণ তথা সামগ্রিক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। তবে তিনি তার ভুল স্বীকারসহ ক্ষমা প্রার্থনা করায় সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ডের আওতায় উপবিধি ২(ক) অনুসারে 'তিরস্কার' (Censor) দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

২৪/০২/২০২১

(মো: আমিনুল ইসলাম খান)
সচিব

H:\Latter 2020.doc